মানব প্রকৃতি (Nature of Man):

রবীন্দ্র-দর্শনে মানুষের স্থান এমন এক পর্যায়ে, যা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে কোনভাবে খর্ব করে না। অথচ মানুষকে এক বিশেষ সম্মান ও অভিনবত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়শঃই বলা হয় মানবতাবাদী দার্শনিক। একারণেই যে তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অবস্থান। অধিবিদ্যাপতভাবে, তাঁর দর্শনে 'মানুষ' হল অনেক দিক থেকে 'ঈশ্বরের মতো', এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের এক সৃষ্ট জীব।

তিনি মানবজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, মানব বিবর্তনের শুরুতে একটি ভিন্ন অবস্থা ছিল। এই পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে, বিবর্তনের ধারা ছিল, কম-বেশি যান্ত্রিক ঢঙের। দৈহিক শক্তি, পুঞ্জিত করার যান্ত্রিক নিয়ম, 'অভিযোজন, সহযোগিতা এবং বংশগতি-বিবর্তনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রায় যান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন প্রজাতি জীবনে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো, এবং হয় নির্বাচিত হতো অথবা পরিত্যক্ত হতো যতখানি তারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নিতে পারতো তার উপর।

কিন্তু মানুষের আবির্ভাবের পর বিবর্তন পদ্ধতির এই প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেল। অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের মতো মানুষ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তির হাতের খেলনা হয়ে রইলো না। মানুষের নিজেরও ক্ষমতা আছে বিবর্তনে অংশগ্রহণ করার। তার ক্ষমতা আছে আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার ধরণ পাল্টানোর। তার প্রতিক্রিয়া শুধুই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ নয়। মানুষের প্রতিক্রিয়া শুধুই পূর্ব-নির্ধারিত নয়।

এর অর্থ এও নয় যে প্রকৃতি এবং জড়শক্তির মানুষের ওপর কোন নির্ধারক প্রভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ একথা বলতে চাননি, তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, মানব দেহের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন চোখ অথবা কান বিবর্তনের নিয়মেই বিকশিত হয়েছে, তবু তাদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমী ভূমিকা আছে। এই দুটি ইন্দ্রিয় অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো মানুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র

Scanned by CamScanner

যান্ত্রিকভাবেই ক্রিয়া করে না। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের অন্তর শক্তি এবং সিদ্ধান্তের দ্বারা-কেবল প্রবণতা দ্বারা নয়। বিবর্তনের এই প্রকৃতির পরিবর্তনে মানুষের মধ্যে যে ব্যতিক্রম ঘটলো তাহল, পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থা থেকে 'স্বাধীনতা'য় যেমন মানুষ উত্তীর্ণ হলো, তেমনি দৈহিক শক্তি থেকে অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান হল মানুষ। বিবর্তন ধারার এই পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটলো যান্ত্রিক এবং দৈহিক স্তর থেকে 'আধ্যাত্মিক' স্তরে। ফলে 'মানুষ' নামক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল—যার মূল সত্তা 'অন্তরের স্বাধীনতা'। এটাই মানুষের মধ্যে 'অতিরিক্ততা'(Surplus) যা তাঁকে তার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে, যা তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে শেখায়, অন্যান্য জীব যেটা কোনদিনই করতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং মানব প্রকৃতিতে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাই। একদিকে, মানুষের 'দৈহিক প্রকৃতি' যা সে পেয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অপরদিকে তার 'আধ্যাত্মিক প্রকৃতি'—যা তাকে দিয়েছে এই জগতে এক অভিনব অবস্থান এবং কিছু স্বাধীনতা। মানুষের ধর্ম (পৃ.৩৮) গ্রন্থে মানুষের মধ্যে এই অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন : 'অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য, আনন্দ, শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য। সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, 'স্বতং সত্যম্'। এ সমস্তই বিশ্বমানব মনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবনসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।'

Scanned by CamScanner